দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 2007
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ২

প্রতিবেদন

মাত্র ৪৮ জন ছাত্র নিয়ে ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন জনসন রোডে অবস্থিত জগন্নাথ স্কুল কালের স্রোতধারায় বিভিন্ন সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তির একান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ কলেজ এবং ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সমস্যার বেড়াজালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জানা যায়, বৃহৎ ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন ধণাঢ্য ব্যক্তি জগন্নাথ বাবু ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এখানে বর্তমানে ২৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে। জগন্নাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিতে দেরি হলেও এটা স্বীকার করতে হবে, 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে জগন্নাথ কলেজেরই কয়েকজন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আর সঙ্গত কারণেই ঢাবিতে জগন্নাথ হলটি নামকরণ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের এমন কোন ছোট-বড় সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে জগন্নাথের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা মুখরিত হয়নি। আর সবচেয়ে অকল্পনীয় ব্যাপার হচ্ছে, নতুন ভার্সিটি হওয়া সত্ত্বেও দেশের পাবলিক ভার্সিটির মধ্যে প্রথম বুয়েটের পর এটি সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশ্য ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে একে অনুসরণ করে অন্য ভার্সিটিতেও সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। (এস, সি, কিউ) পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি অনুষদে ~~প্রথম বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালের মত ২০০৬-২০০৭~~ সেশনে দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৮ হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মাত্র আড়াই-তিন হাজার আসনের বিপরীতে ভর্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু জগন্নাথের ঐতিহ্য এবং রাজধানী ঢাকার কথা বিবেচনা করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা চান্স পেয়েও এর অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করে অন্য কোথাও চলে যায়।

এখানে ১৩-১৪ হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয়, যার মধ্যে উন্নয়ন ফি বাবদ ৫০০০ টাকা নেয়া হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের জরাজীর্ণ ব্রিটিশ আমলের ভবনে ক্লাস করতে হয়। তাও আবার ক্লাস সংকট, শিক্ষক সংকট ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত জ্ঞানচর্চার জন্য বই নেই এবং একটি লাইব্রেরি থাকলেও ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষের অধিকাংশ ফ্যান, বৈদ্যুতিক বাতি, অডিও সিস্টেম বিকল। তাই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাসে শিক্ষকের লেকচার সকলের শ্রবণ করা সম্ভব হয় না।

প্রয়োজনের তুলনায় কম জায়গাতে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থান করায় বিশ্রাম নেয়ার মত কোন জায়গা নেই বললেই চলে। কলাভবনের সামনে কাঁঠালতলায় ২০-২৫ জনের বসার সিট থাকলেও তা সবসময় পুলিশের দখলে থাকে। তাই এই ভার্সিটিতে ক্লাস করতে আগতরা ক্লাস শেষে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নিজ আবাসে চলে যায়। জগন্নাথের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে, আবাসিক ও বাস সংকট।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা রাজধানীতে পাবলিক ভার্সিটির সার্টিফিকেট অর্জনের মনোবাসনা নিয়ে ভর্তি হলেও তাদের থাকতে হয় পুরান ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ মেসগুলোতে। কেউ কেউ রাজধানীর অন্যত্র থেকে ক্লাস ক্লাস করলেও বাস সংকটে তাদের কোম্পানি বাসের হয়রানিসহ আর্থিক ঝামেলা পোহাতে হয়। অথচ ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ভর্তির সময় পরিবহন বাবদ বিশাল অংকের টাকা আদায় করে।

জগন্নাথ কলেজ মান্ধাতা আমলের ৪টি মিনিবাস এবং ২টি নতুন মিনিবাস দিয়ে সহস্র ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে মাত্র ৩/৪টি রুটে চলাচল করে। এতে দেখা যায়, ৩০ জনের বাসে ৭০-৭৫ জনও আসা-যাওয়া করে। তাই যেকোন মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশংকা থেকেই যাচ্ছে। জগন্নাথের ৮-১০টি হল অতীতে থাকলেও আজ তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের কাছে দখল।

ভিসি ড. এম সিরাজুল ইসলাম গত মাসে হলগুলোর প্রকৃত মালিকানা অতি দ্রুত পুনরুত্থানের জন্য সিএ ফার্ম নিয়োগ করলে আজও তার ফলাফল আসেনি।

জ.বি'র ছাত্রছাত্রীর অভিমত, হলগুলো দখল করে সঠিক বন্টন, শিক্ষক নিয়োগ, বিভাগ বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত বাস সুবিধা, মূলগেটের উভয় পাশের ফুটপাত দখলমুক্ত, ক্লিনারদের সঠিক ব্যবহার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও স্কুল স্থানান্তর, পয়ঃব্যবস্থার উন্নতিসহ সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে এবং নির্মিতব্য ২০ তলা ভবনের যথাযথ বন্টন হলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাবির পর দেশের একটি অনন্য ভার্সিটিতে পরিণত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

হাসান-আল-জাভেদ